পার্বত্য চুক্তির ২৩ বছর

পার্বত্য চুক্তির একের পর এক লঙ্ঘনে পাহাড়ি মানুষের মনে আস্থাহীনতার সংকট তৈরি করছেঃ চাই পার্বত্যচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন

৬ ডিসেম্বর ২০২০

ভূমিকাঃ

পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের ২৩ বছর পরও চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে আমাদের কথা বলতে হচ্ছে এটি খুবই দূর্ভাগ্যজনক। চুক্তির মাধ্যমে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা স্থিতিশীল পরিস্থিতি ও শান্তি ফিরে আসবে সেটাই আমাদের সকলের কাম্য ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল চুক্তির ২৩ বছরেও এটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। উপরন্তু বিগত কয়েক বছর যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে সরকার, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ক্ষমতাসীন দলের লোকদের দ্বারা একের পর এক চুক্তি লঙ্ঘন করে ভূমি বেদখল, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতন ঘটনা ঘটে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সভা সমাবেশের অধিকার, মত প্রকাশের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণের ফলে সেখানে সংঘটিত ঘটনাসমূহের প্রকৃত চিত্র এদেশের সাধারণ মানুষ ও বর্হিবিশ্বের কাছে বরাবরের মতন অন্তরালে থেকে যাচ্ছে। গণমাধ্যমের ওপর অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল, পাহাড়িদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা, নারী নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, পরিবেশ ও বন ধ্বংস করার মতন ঘটনাগুলো নির্বিঘ্নে সংঘটিত হতে পারছে। অন্যদিকে, কাভিডকালে সারাদেশের মতন পার্বত্য চট্টগ্রামের নিম্ন আয়ের খেটে-খাওয়া মানুষ ও ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে ফিরে আসা গার্মেন্টস শ্রমিকরা চরম খাদ্য সংকট ও আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে যায়। কোভিড-১৯ এর জন্য সরকারীভাবে যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে সেই সহায়তা থেকেও পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ বঞ্চিত হয়েছে।

বান্দরবানে স্থানীয় ম্রোদের উচ্ছেদ করে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ প্রকল্পঃ

সম্প্রতি বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে স্থানীয় ম্রো আদিবাসীদের ভোগদখল করা প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ একর জমি দখল করে 'ম্যারিয়ট' নামে একটি পাঁচ তারকা হোটেল ও অ্যামিউজমেন্ট পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। এটি যৌথভাবে নির্মাণ করছে সেনা কল্যাণ ট্রাস্ট ও বিতর্কিত সিকদার গ্রুপ (আর এ্যান্ড আর হোল্ডিংস)[১]। এই পাঁচ তারকা হোটেলের সাথে থাকবে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যাতায়তের জন্য আধুনিক ক্যাবল কার, রাইড, বিলাসবহুল ভিলা। এসব নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে ওই এলাকা জরিপ করে সেখানে সাইনবোর্ডসহ খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে। এ জরিপকৃত বিশাল এলাকায় রয়েছে ম্রো পাড়াবাসীদের শত বছর ধরে সংরক্ষিত পাড়া বন, শশ্মানভূমি, জুম পাহাড়, বনজ-ফলদ বাগান। এখানে জনবসতি এলাকার মধ্যে কাপ্রুপাড়া, দোলাপাড়া ও এরাপাড়া সরাসরি উচ্ছেদের শিকার হবে। একইভাবে মার্কিনপাড়া, লংবাইতংপাড়া, মেনসিংপাড়া, রিয়ামানাইপাড়া ও মেনরিংপাড়া উচ্ছেদ হুমকির মুখে থাকবে।

ভূমি বেদখলঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ভূমি বেদখল করে সেখানে পর্যটনের নামে রিসোর্ট গড়ে তুলে, উন্নয়নের নামে, রাবার বাগান প্রকল্পের নামে, সরকারী অবকাঠামো স্থাপন, বিজিবি ক্যাম্প, নিরাপত্তা ক্যাম্প স্থাপনসহ বিভিন্ন কৌশলে সরকারীভাবে জমি অধিগ্রহণ করে পাহাড়িদের যেমন তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তেমনি বিভিন্ন ভূমিদস্যু, প্রাইভেট কোম্পানী, ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা লীজের নামে হাজার হাজার একর পাহাড় দখল করে স্থানীয় অধিবাসীদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করছে। মোটকথা, করোনার বর্তমান সংকটময় সময়েও পাহাড়ে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি।

চরম হুমকির মুখে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ ও প্রতিবেশঃ

সম্প্রতি প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় একটি সংঘবদ্ধ অসাধু ও মুনাফালোভী ব্যবসায়ী ও কাঠ পাচারকারি চক্র বনবিভাগের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে সাঙ্গু বনাঞ্চল, প্রাণ ও প্রকৃতি বিনষ্ট করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সংরক্ষিত এ বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার লোকজনের অভিযোগ- এ মুহূর্তে সাঙ্গু সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আন্ধারমানিক থেকে ইয়াংরে, মুরুক্ষ্যং, লংভং,

[১] ঢাকা ট্রিবিউন, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিবিসি বাংলা, ২৭ নভেম্বর ২০২০।

লিক্রিসহ বিভিন্ন স্থানে ৭০-৮০ দলে বিভক্ত হয়ে এক হাজারের অধিক কাঠুরিয়া পেট্রোল চালিত গাছ কাটাযন্ত্র নিয়ে মূল্যবান গাছ গর্জন, গোদা, চাপালিশ, চম্পাফুল, বৈলামসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে রদ্দা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। থানচি থেকে এ বনাঞ্চলে পৌঁছুতে বনবিভাগ, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর কমপক্ষে ১২ থেকে ১৪টি চেকপোস্ট অতিক্রম করতে হয়। এত সুরক্ষিত অবস্থানের মধ্যে এতগুলো চেকপোস্ট অতিক্রম করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গাছ পাচার হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সন্দেহজনক। অভিযোগ রয়েছে বন বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে কাঠ পাচারকারীদের যোগসাজশ রয়েছে। তাই সাঙ্গু সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আহবান জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন[২]।

এছাড়াও মহামান্য হাইকোর্ট বান্দবানের সব ধরনের পাথর উত্তোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও স্থানীয়দের অভিযোগ এখনো আশপাশের ঝিরি, ঝরনা ও পাহাড় হতে এখনও অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। একাধারে নির্বিচারে শতবর্ষি বৃক্ষ নিধন ও পাহাড় কেটে এবং ঝিরি ও ঝরণা খুড়ে পাথর উত্তোলনের ফলে সেখাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করা হচ্ছে। এছাড়া উন্নয়নের নামে যত্রতত্র রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটন বিকাশের নামে যেখানে সেখানে পাহাড় কেটে রিসোর্ট গড়ে তোলার প্রবনতা বেড়ে যাওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ ও প্রতিবেশ বর্তমানে হুমকির মধ্যে রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সমস্যা তিমিরেই রয়ে গেছেঃ

ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ১২,২২২ পরিবার ছাড়াও পার্বত্য তিন জেলায় প্রায় ৮০ হাজারের অধিক অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবার রয়েছে। দীর্ঘ দুই যুগ পেরিয়ে গেলেও ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের অনেকেই এখনো নিজ ভিটেমাটিতে ফিরে যেতে পারেননি। প্রত্যাগত শরণার্থীদের দাবি অনুযায়ী এখনো প্রায় ৪০টি গ্রাম সেটেলার বাঙালিদের দখলে রয়েছে। ফলে প্রায় নয় হাজার পরিবার তাদের বাস্তুভিটা এখনো ফিরে পায়নি। যার ফলে সেসব পরিবারগুলোকে আজও উদ্বাস্তু জীবনযাপন করতে হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পর সরকার "ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠন করেছিল। ইতিমধ্যে এই টাস্কফোর্স কয়েকবার পুনর্গঠিত হলেও দৃশ্যমান কোন উদ্যোগ বা পদক্ষেপ আজ অবধি লক্ষ্য করা যায়নি। আশির দশকে যেসব ছিন্নমুল বাঙালি পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের নামে সমতল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সরকার তাদের প্রায় ৪০ বছর ধরে সরকার রেশন দিয়ে যাচ্ছে। অথচ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের বিষয়ে সরকার এতটাই নির্লিপ্ত ও উদাসীন যে বিগত ২৩ বছরেও এসব উদ্বাস্তু পরিবারের সঠিক হিসাব চিহ্নিত করতে পারেনি।

মানবাধিকার লংঘনঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা সংঘটিত হলেও নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের কারণে অনেক খবর অন্তরালে থেকে যায়। আর যতটুকু খবর গণমাধ্যমে আসে তাতে ঘটনার প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। ফলে দেখা যায় মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলোর প্রকৃত চিত্র ও পরিসংখ্যান পাওয়া অনেক দূরহ ব্যাপার হয়ে দাড়ায়।

এবছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ ও অন্যান্য বিভিন্ন এজেন্সির সদস্যদের দ্বারা কমপক্ষে সত্তরটির অধিক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরমধ্যে বিচার বর্হিভুত ঘটনায় ২জন নিহত, ২৭ জন গ্রেফতার, ৮ জনকে আটকে রাখা, শারিরীকভাবে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন ২২ জন, ৫০টির অধিক বাড়ীতে তল্লাশি, কমপক্ষে তিনটি নতুন ক্যাম্প স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের নামে স্থাপনা নির্মাণের ফলে কমপক্ষে দেড় শতাধিক বাড়ী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে **[সূত্রঃ পিসিজেএসএস কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক মানবাধিকার রিপোর্ট,২০২০]**। এছাড়া আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার ও জেল-জুলুমের ভয়ে বর্তমানে অনেক নেতাকর্মী প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগও পাচ্ছেন না।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নঃ

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের ২৩ বছর পরও চুক্তির মৌলিক কয়েকটি বিষয় এখনো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সময়ের সাথে সাথে সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের সেই প্রক্রিয়াও একপ্রকার থমকে আছে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী দল হিসেবে আওয়ামীলীগ টানা

[২] সমকাল, ৯ নভেম্বর ২০২০

তিনবার ক্ষমতায় আসলেও পার্বত্য চুক্তি পূর্ণবাস্তবায়নে সরকারের ধীরগতি ও গড়িমসিভাব নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় ও আস্থাহীনতার সংকট তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।

চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর কাছে ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হস্তান্তর না করা, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রনয়নপূর্বক স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার না করা, ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের যথাযথভাবে পুনর্বাসন করতে না পারার বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সরকারের কাছে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ইস্যুটি যে কম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এই ইস্যুটিকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এটি আরও পরিষ্কার হয়েছে।

আজকের এ আলোচনার মাধ্যমে সরকারের প্রতি কয়েকটি সুপারিশ আমরা এখানে পেশ করছি-

সুপারিশমালা:

১. অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তির অবাস্তবায়িত ধারাগুলো বিশেষ করে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, আইন শৃঙ্খলা, পুলিশ, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ, পর্যটন ইত্যাদি বিষয়সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে চুক্তির পূর্ণবাস্তবায়ন করা হোক।
২. চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল প্রকার অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হোক। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিক প্রশাসনের ওপর সকল প্রকার সামরিক নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা হোক।
৩. অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রনয়ন করে তাদের যথাযথ পুনর্বাসন করা হোক।
৪. বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ প্রকল্প বাতিল করা হোক। ব্যবসা ও বিশেষ করে পর্যটন খাতের নামে আদিবাসীদের ভূমি বে-দখল বন্ধ হোক এবঙ পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করা হোক।
৫. কাঠ পাচারের সঙ্গে জড়িত বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং এর সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকর করা ও এ কমিশন আইনের বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন করে কমিশনে আবেদনকৃত বিরোধীয় জমির দ্রুত নিষ্পত্তি করা হোক।
৭. চুক্তির নির্দেশনা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে আরো বেশী সক্রিয় ও কার্যকর করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।
৮. পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রাখতে সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক।

ধন্যবাদ,

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন
পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
এএলআরডি